দৈনিক

জনকণ্ঠ

তারিখ .... 8 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৩ ......

বেহাল আইনশৃঙ্খলা আর শিক্ষা ব্যবস্থা ॥ কিছুই কি করার নেই?

সাংবাদিকতা এমনই দায়িত্বপূর্ণ আর ব্যস্ততায় ঘেরা পেশা যে, ইচ্ছা করলেই লম্বা ছুটি মেলে না। গুরুতর অসুখবিসুখ ছাড়া অন্যান্য চাকরিজীবীর মতো লম্বা ছুটি ভোগের অবকাশ এখানে নেই। তা সত্ত্বেও বিনোদন ছুটিলাভের সুবাদে পুরো একটি মাস দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এবং দেশের বাইরেও সপরিবারে ভ্রমণের এক মহার্ঘ সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল ১ মে থেকে ৩১ মে। এর মধ্যে মাসের শেষ দু'সপ্তাহ দেশের বাইরে থাকায় সংবাদপত্র বা দেশের খবরাখবর থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়েছিল। ফলে দীর্ঘ ভ্রমণের আনন্দের মধ্যেও এক ধরনের অতৃপ্তি সর্বদাই জেগেছিল। মনে হয় দীর্ঘদিন যাঁরা সংবাদপত্র পড়ে অভ্যস্ত, তাঁদের প্রত্যেকেরই সংবাদপত্রহীন এক একটি দিন তথ্যের অপূর্ণতায় একই অবস্থা হয়। তো যাই হোক, ৩০ মে এসেই দৈনিক পত্রিকাগুলোর অধিকাংশের প্রথম পাতা জুড়ে দু'দিনে ৩০টি খুনের খবর দেখতে হল। খোদ রাজধানীতে একদিনে মাত্র দেড় ঘণ্টার ব্যবধানে তিনটি খুনের খবর দেখে হতাশই হতে হলো। এর মধ্যে একাধিক পুলিশও সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হবার মতো নৃশংস খবর রয়েছে। এরই মধ্যে মন্ত্রিসভা যে একটুখানি ছেটে দেয়া হয়েছে, তাও জানা গেল। গত ৪/৫ দিন অফিসে বসে মে মাসের জনকণ্ঠসহ বিভিন্ন দৈনিকের ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে চিত্র দেখা

নাসির আহমেদ

গেল, তাতে এটা স্পষ্ট যে, পুলিশ কমিশনার বদলই হোক আর আইজিপি বদলই হোক, তাতে আইনশৃঙ্খলার খুব একটা হেরফের হবার সম্ভাবনা আর আছে বলে মনে হয় না। বরং আইনশৃঙ্খলার অবনতিই ঘটে চলেছে। যদি এই অবস্থাই প্রশাসন ও রাজনীতিতে অব্যাহত থাকে, তা হলে আইনশৃঙ্খলার কোন উন্নতি ঘটবার সম্ভাবনা নেই। সচেতন পাঠকগণ নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারবেন যে, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী ৪দলীয় জোট বা বর্তমান ক্ষমতাসীন জোটের প্রধান নির্বাচনী বক্তব্যই ছিল : আওয়ামী লীগ সরকার সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হয়েছে, সুতরাং জোটকে ক্ষমতাসীন করলে তারা সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ উপহার দেবে। কিন্তু নির্বাচনপরবর্তী চরম প্রতিহিংসা এবং বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের ওপর নারকীয় হামলা, গুরুর মধ্য দিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে ঠেকেছিল, তার বিবরণ সচেতন পাঠকের কাছে নতুন করে দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। গত ১৯ মাস এ সরকার ক্ষমতাসীন। এ সময় পরিধিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অধঃপতন এমন চরম পর্যায়ে গেছে যে, খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেই হায়াত-মওত আল্লাহর হাতে বা বিধিলিপি বলে সান্ত্বনা খুঁজতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এ দেশে অতীতে কোন সরকারেরই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এত দুর্ভোগ আর ব্যর্থতার এমন পাহাড়প্রমাণ গ্লানি বইতে হয়েছে কিনা, সেটা এখন গবেষণারই বিষয় হতে পারে। আজ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত পুলিশও আর নিরাপদ নয়। প্রায়শ সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হচ্ছে পুলিশ। পুলিশ যেন অনেকটাই অসহায় এখন সন্ত্রাসীদের কাছে। শুধু রাজধানীতেই গত ৫ মাসে ২১৯টি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। পুলিশ কেমন অসহায় হলে ডিএমপি কমিশনার সন্ত্রাসী দেখামাত্র গুলি করার মতো ভয়াবহ নির্দেশ দিতে পারেন, তা ভাববার বিষয় বটে। কেন এই অসহায়ত্ব আর বিপর্যয় তার পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

এই পর্যালোচনার আগে আরও একটি বিষয় সম্পৃক্ত করা দরকার, তা হলো— বেসরকারী স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে সৃষ্ট আইনী জটিলতা তথা অচলাবস্থা। বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মান যে নিম্নগামিতার কোন্ পর্যায়ে, তাও বোধকরি সকলেরই জানা। সেসব প্রতিষ্ঠানে যারা পাঠদান করেন, তাদের যোগ্যতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন তোলার অবকাশ আছে, তেমনি লেখাপড়া না হওয়ায় নকল প্রবণতায় বেসরকারী শিক্ষাঙ্গন— বিশেষ করে ঢাকার বাইরে অর্থাৎ সারা দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থা এমনই বিপর্যস্ত যে, সেই করুণ চিত্র ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। প্রতিবছর পরীক্ষার ফল বিপর্যয়, নকলের বিস্তৃতি ইত্যাদি চিত্র থেকেও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্গত অবস্থা দৃশ্যমান। আমাদের বেসরকারী শিক্ষাঙ্গনে ভাল শিক্ষক নিয়োগের কোন নিশ্চিত ব্যবস্থা যেমন নেই, তেমনি নেই লেখাপড়ার পরিবেশও। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিসিএস বা সরকারী পর্যায়ে শিক্ষক নির্বাচনের প্রক্রিয়া থাকলেও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কোন নির্ভরযোগ্য নিয়োগ ব্যবস্থা নেই। এতকাল ধরে প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য গঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে যে শিক্ষক নিয়োগ করা হতো, সেটাও যে দলনিরপেক্ষ বা স্থানীয় প্রভাবমুক্তভাবে যথার্থ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই নিয়োগ করা হতো, তা কেউ হলফ করে বলতে পারবেন না। দলপ্রীতি-আত্মীয়প্রীতি অর্থের বিনিময়ে নিয়োগসহ নানা অনিয়ম ছিল এবং আছে। বহু অযোগ্য ... শিক্ষক। ...

শিক্ষক নিয়োগের দৃষ্টান্ত আছে। যে প্রক্রিয়াতেই শিক্ষক নিয়োগ করা হোক না কেন, যদি সরকার রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতার উর্ধে উঠতে না পারে, তা হলে যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণে মেধা ও শিক্ষার চেয়ে দলীয় আনুগত্য প্রাধান্য পেতে বাধ্য। সুতরাং শিক্ষামন্ত্রী যে বলেছেন পিএসসির মতো একটি অথরিটি করে বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা, শিক্ষকদের চাকরি বদলিযোগ্য করা এবং সুষ্ঠু নিয়োগ, পাঠদানসহ বিভিন্ন স্তরে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নেয়ার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে, সেটাই হতে পারে এই দীর্ঘকালের বিষফোঁড়া থেকে বেসরকারী শিক্ষাকে রক্ষার একমাত্র পথ।

একই সঙ্গে এ প্রশ্নও মনে রাখতে হবে যে, প্রতি বছর বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দের কথা কাগজে-কলমে যে দেখা যায়, তা সত্যিকার অর্থেই কি শিক্ষার উন্নয়নে ব্যয়িত হয়? কারণ, যতদূর জানা যায়, বাজেটে শিক্ষাখাতে যে বরাদ্দ রাখা হয়, তার এক বিরাট অংশই ব্যয় হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ-সংস্কারসহ নানা কাজে, যা ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের মাধ্যমে ব্যয় হয়, যার কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে না উন্নত শিক্ষক তৈরি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ শিক্ষার মানোন্নয়ন কাজের সঙ্গে। অথচ ঐসব নির্মাণ- স্থাপনা আর সরবরাহের ঠিকাদারী নিয়ে রীতিমতো চলে এক ধরনের লুটপাট। সুতরাং শিক্ষা খাতে বরাদ্দের বিষয়টি এবং বিশেষ করে বেসরকারী শিক্ষার মানোন্নয়নের নামে দীর্ঘকালের প্রচলিত এই ফাঁকিবাজি বন্ধ করতে হবে। বেসরকারী শিক্ষাব্যবস্থার বিপর্যস্ত অবস্থা কাটিয়ে ওঠার মতো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা এখনই জরুরী।

দেশে বিরাজমান আইনশৃঙ্খলার যে চরম বিপর্যয় এবং বেসরকারী শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষাহীনতা, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের অক্ষমতা তথা দলীয়করণের ফলে মেধাহীনদের শিক্ষকতায় প্রবেশের মতো দুঃখজনক বাস্তবতা দিনকে দিন দেশের পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে নকল মহামারীর পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এর অবসান হওয়া জরুরী। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নকলরোধের জন্য যে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছেন, বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে আকস্মিক হানা দিচ্ছেন, নিঃসন্দেহে তা প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধান কি তাতে হবে? দুর্নীতিবাজ শিক্ষক বহিষ্কৃত হচ্ছেন, ভাল কথা, কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ও যথার্থ পাঠদানের গ্যারান্টি কোথায়? মনে হয় এখন যুগোপযোগী শিক্ষার কথাও একই সঙ্গে ভাবতে হবে। লেখার অবকাশ রাখে না যে, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় হাজার হাজার শিক্ষিত বেকারই কেবল সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং কর্মসংশ্লিষ্ট শিক্ষা আর যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের পথে সততার কোন বিকল্প নেই। সরকারকে

দেশে বিরাজমান আইনশৃঙ্খলার যে চরম বিপর্যয় এবং বেসরকারী শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষাহীনতা, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের অক্ষমতা তথা দলীয়করণের ফলে মেধাহীনদের শিক্ষকতায় প্রবেশের মতো দুঃখজনক বাস্তবতা দিনকে দিন দেশের পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে নকল মহামারীর পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এর অবসান হওয়া জরুরী।

রাজনৈতিকভাবেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষাও কি অতীতের কর্মহীনতার ধারাতেই চলতে থাকবে কিনা তাও ভাবতে হবে।

এ নিবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম বিপর্যয় এবং সম্প্রতি পুলিশেরও জানমালের নিরাপত্তাহীনতা সচেতন মানুষের মনে চরম হতাশার সৃষ্টি করেছে। প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, বেকারত্ব-দারিদ্র্য ইত্যাদি সমাজে অপরাধ বৃদ্ধির কারণ বটে, এমনকি পুলিশের ঘুষ, দুর্নীতির দিকে ঝুঁকে পড়ার মতো অবাঞ্ছিত প্রবণতা অপরাধ বৃদ্ধির কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। পুলিশ কি নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের স্বাধীনতা ও সুযোগ পায় সব ক্ষেত্রে? পায় না। কারণ, রাজনৈতিক প্রভাব এমন নগ্নভাবে পড়ে পুলিশের ওপর যে, পুলিশ অনেক ক্ষেত্রে অক্ষম। অপরাধীরাই লালিতপালিত হয় কতিপয় সাংসদ, ওয়ার্ড কমিশনারসহ বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক নেতার আশ্রয়ে। মহানগরী ঢাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অধঃপতন প্রসঙ্গে ডিএমপি কর্মকর্তারা সম্প্রতি পত্রিকান্তরে জানিয়েছেন ... রাজনৈতিক ...